ইসলাম ব্যাশিং ও ব্যক্তি কুৎসা প্রচার করা কি মুক্তমনাদের আদর্শ ?

সম্প্রতি শ্রী অমর্ত্য সেন একটি সংবাদ মাধ্যমে এক সাক্ষাতকারে উল্লেখ করেছেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর নামে গোষ্ঠি স্বার্থে পশ্চিমারা মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী ছাপ মেরে দিচ্ছে । সেন বাবুর মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় মার্কিন বুদ্ধিজীবিদের বক্তব্যে । মার্কিন বুদ্ধিজীবিরা মনে করেন সন্ত্রাস বিরোধী ও ধর্ম নিরপেক্ষ ইরাকে আগ্রাসন চালিয়ে কর্পোরেট পুঁজি সেখানে সন্ত্রাসী উৎপাদনের ফ্যাক্টরি তৈরী করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে । তাই ইরাক আজ সন্ত্রাসীদের স্বর্গ রাজ্য । সেখানে আজ সাম্প্রদায়িক হানাহানি দিন দিন বেড়েই চলছে ।

শত বছর আগে বৃটিশেরা ভারত উপমহাদেশে দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িক হানাহানির সূচনা করে । যার প্রতিক্রিয়া উপমহাদেশের মানুষ এখনো অনুভাব করছে । তাই দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক রোগের উপসর্গ ধর্মকে বিষয়বস্তু করে প্রতিক্রিয়াশীলেরা এবং তাদের ফেউরা তা নিয়ে লাফালাফি করে । ভারত ও বাংলাদেশে যথাক্রমে ৭০% ও ৮০% মানুষ গরিবীসীমার নিচে বাস করে কাদাজলের জলাশয়ে দিনরাত হাবুডুবু খাচ্ছে । এই জনগোষ্ঠির যেখানে ইহকাল নেই, যেখানে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে, সেখানে প্রবাসে বসে ইন্টারনেটে কিছু লোক ঈশ্বরে অনাস্তিত্ব প্রচার এবং আর এক দল স্বদেশে বসে প্রায় লাগতার ধর্মবানী উচ্চরণ করে চলছে । এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এই অনাস্তিত্বে বিশ্বাসী ও ধর্মবানী প্রচারকারীদের আসল উদ্দেশ্য কী ?

জামাত মার্কিন প্রশাসনের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মডারেট মুসলিম গণতান্ত্রিক দল, তাই মানুষ হত্যা করে ধর্মের বানী প্রচার করছে । মার্কিন ইরাক আগ্রাসনের সহযোগী কুয়েতের অর্থে বলিয়ান হয়ে বাংলা ভাইয়েরা ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য বোমা মারছে । দুষ্ট লোকদের বক্তব্য হলো বিনা মূল্যে ওয়েব প্রভাইডারের সহযোগীতা নিয়ে মুক্তমনা উপমহাদেশের দারিদ্রক্লিষ্ট এবং কাদাজলে হাবুডুবু খাওয়া জনগোষ্ঠির মধ্যে ঈশ্বর অনাস্তিত্ব বিশ্বাস প্রচারে রত আছে । দেখা যাচ্ছে সব রোশনের গোড়া এক, কিন্তু খোলস ভিন্ন । নিয়ন্ত্রনকারী তা সুবিধামত ব্যবহার করছে । ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন ভয় পায়, সাধারণ মানুষ তেমনি ধর্মের বানী ও অনাস্তিত্বের বানী প্রচারকরীদেরকে দেখে ভয় পায় । রাজাকার দেখেও তারা আতঙ্কিত হয় ।

গত ৫/৬ বছরে NFB তে প্রায় ৪/৫ জন ভদ্রলোককে ডঃ জাফরের বিরুদ্ধে রাজাকারের অভিযোগ আনতে দেখেছি । ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাফর উল্লাহর সমকালীন বেশ কয়েকজন ছাত্র থেকে শুনেছি তিনি প্রথমে ইসলামি ছাত্র সংঘ এবং পরে স্কলারশীপ লাভের আশায় এন এস এফ এ যোগ দেন .। ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যায়নরত বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে যারা জাফর উল্লাহকে চিনতেন, তাদের কারো কারোর থেকে জেনেছি তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কাজ করেছিলেন ।

লেটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার সাধারণ মানুষ যখন স্ব স্ব সামাজিক সমস্যার মূল উৎস পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তখন সমস্যার উপসর্গ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে এবং ঈশ্বর অনাস্তিত্ব বিশ্বাস গ্রহনের উপদেশ দিয়ে চলছে মুক্তমনা নামধারী কিছু ঈশ্বর অনাস্তিত্ব বিশ্বাসকারী এবং এদের সাথে যুক্ত হয়েছে রাজাকার । তাদের বোধগম্য নয় যে দারিদ্রের

গভীরতার সাথে ধর্ম বিশ্বাসের প্রখরতা বৃদ্ধি পায় ।
ডালাসের সাদার্ণ মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শ্রী রাভি বাট্রার মতো বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা যেখানে কর্পোরেট পুঁজির আশু পতনের ভবিষ্যৎ বানী করে চলছেন, সেখানে রাজাকার ডঃ জাফর উল্লাহর মতো মুক্তমনা নামধারী অনাস্তিত্বে বিশ্বাসী কর্পোরেট পুঁজির কীর্তন গেয়ে চলছেন ।
কয়েক জন ফাউসহ মুক্তমনার তিন মডারেটর অশ্লীলতা বোধের ধারণায় বিভ্রান্ত হয়ে কণ্ঠ দ্বিগম্বর করে সুদীর্ঘ কয়েকখানি প্রবন্ধ উপস্থাপন করে সেতারা হাশেমকে ভাল ভাবেই খিস্তি খেউর করে চলছেন । মূল বিষয়বস্তু মূল্যায়ন ও বিশ্লষণের চেয়ে সেতারা হাশেমের চরিত্র হননের প্রতি তাদের উৎসাহ বেশি । এদের সাথে পালের গোদা সিংগাপুর নিবাসী অ্যানটি পীপল বুদ্ধিজীবি nom de plume এ হাজির হয়েছেন । তাই যত বড় লেখকই হোক না কেন, সেতারা হাশেমের চরিত্র হননের আধিকার সংরক্ষণ করবে মুক্তমনাদাবীদারেরা, এখন থেকে এটা মুক্তমনার গাইড লাইনে যুক্ত হওয়া উচিত ।
মুক্তমনাদাবীদারেরা মনে করেন অশ্লীলতার সংজ্ঞা সকল মানুষের কাছে এক ও অপরিবর্তনীয়, অর্থ্যাৎ ধ্রুব । নিজেদেরকে তারা যুক্তিবাদি বলে দাবী করেন, তাই যুক্তিবাদের দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি মূল্যায়ন করা যাক । যুক্তিবাদের প্রথম চারটি শর্তের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে । যুক্তিবাদের পঞ্চম শর্ত হলো, পৃথিবীর কোন কিছুই ধ্রুব সত্য নয়, সব কিছুই আপেক্ষিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কাল ও স্থান নির্ভর, যার মধ্যে অপরিবর্তনীয় কোন সামাজিক সংশ্রয় বা ঐশ্বরিক কোন নীতিমালা নাই । তাই দেখা যাচ্ছে অশ্লীলতার সংজ্ঞা ধ্রুব নয় । মুক্তমনাদাবীদারদের কাছে যা অশ্লীল, অন্যের কাছে তা অশ্লীল নাও হোতে পারে । অতএব সেতারা হাশেমের পরিবর্তে অজ্ঞতার জন্য মুক্তমনাদের লজ্জা হওয়া উচিত । ব্যক্তি চরিত্র হননের চেস্টা না করে মূল বিষয়ের উপর যুক্তি উপস্থাপন করে নিজ জ্ঞানের পরিচয় দেয়ার চেস্টা করুণ ।
নব্য এক মডারেটর সাহেবের বক্তব্য হলো 'বৈপরীত্যময় বিষয় মার্কসবাদ এবং ইসলামের প্রতি একাধারে সেতারা হাশেমের প্রবল আসক্তি' । ডারইউনবাদ যেমন প্রানী বিবর্তন তত্ত্ব, তেমনি মার্কসবাদ হলো সমাজ বিবর্তন তত্ত্ব । অন্য দিকে ইসলাম হলো পরিবেশ, কাল ও স্থান প্রেক্ষাপটে বিবর্তীত সামাজিক ধাপ সংরক্ষণের নীতিমালা । অতএব বিষয় দুটি এক জাতিয় নয় । আবার এক জাতিয় বস্তু ও বিষয়ের বিপরীত ধর্মী গুণাগুনকে বৈপরীত্যময় বলে । আলোচ্য শর্তগুলি মার্কসবাদ ও ইসলাম ক্ষেত্রে পুরণ হয়ে না বিধায় পরষ্পর তুল্য নয় ।
গরু পিটানো নিষেধের পরামর্শ দেয়ার অর্থ গরু আসক্তি নয় । অনুরূপ ভাবে ইসলাম ব্যাশিং নিষেধের অর্থ ইসলাম আসক্তি নয় । কেবলমাত্র কমিউনল লোকেরাই ইসলামসহ যে কোন ধর্মের কুৎসা প্রচার করে থাকে । সেতারা হাশেমের ধারণা ছিল মুক্তমনাদাবীদারেরা বিভ্রান্ত হোতে পারে, কিন্তু কমিউনল নয়, তাই ইসলামের কুৎসা প্রচার থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল । যদি তারা নিজেদেরকে কমিউনল মনে করেন, তবে ইসলামের কুৎসা প্রচার আরম্ভ করতে পারেন । সে ক্ষেত্রে সেতারা হাশেমও তাদের পক্ষে প্রচার চালাবে যে মুক্তমনাদাবীদারেরা কমিউনল । এখন আপনারা ভেবে দেখুন কমিউনল হবেন কিনা ?
নব্য মডারেটর সাহেব, অত্র প্রবন্ধের প্রথমে উল্লেখিত শ্রী অমত্য সেনের মন্তব্যটি বুঝার চেস্টা করুণ এবং দেমাকের বাক্স খুলে চিন্তা করুণ, দেখতে পাবেন ইসলাম মূল সমস্যা নয়, সমস্যার

উপসর্গ । তাই সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যার মূলে আঘাত করতে হবে । কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি মূল সমস্যা সমাধান হলে ইসলাম সমস্যাও সমাধান হয়ে যাবে ।

মার্কসবাদ ধর্মকে কি ভাবে মূল্যায়ন করে তার প্রাথমিক ধারণা মুক্তমনায় প্রকাশিত Himel Shagor এর Marx and religion - A brief study তে পাওয়া যাবে । কয়েক বছর আগে রাজাকার ডঃ জাফর উল্লাহ তার ডিকশনারিতে Dialectic Materialism শব্দটির অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন অস্তি নস্তি, এখন বলছেন মার্কসবাদ ষাট দশকের মতবাদ, সোভিয়েত পতনে মার্কসবাদ খতম । রাজাকার সাহেব মার্কসবাদের জন্ম উনবিংশ শতাব্দিতে, ডারইউনবাদের সামান্য আগে । জ্ঞানের গরিমা ছেড়ে একটু পড়াশুনা এবং এই ওয়েব সাইটটি http://www.jewishbookweek.com/2006/020306f.php পরিদর্শন করুন এবং জানুন দুনিয়ার গুনী বাক্তিরা মার্কসবাদ সম্পর্কে কি মন্তব্য করে ।

রাজাকার সাহেব দিল্লি ইনুজ দূরাস্ত । দিল্লি এখনো দেখা যায় নাই । Puzzle এর পূর্ণ সমাধান হয়নি, তাই লাফালাফি কম করুণ । ব্যক্তি নয় বক্তব্যের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করুণ ।

সেতারা হাশেম ০৪/০৯/০৬